৭

তারিখ 28 JUL 1996
পৃষ্ঠা কলাম

আজকের কাগজ

'দক্ষিণ এশিয়া থেকে ঃ পূর্ব এশিয়ার জন্যে শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী

আমরা প্রমাণ করতে চাই বাংলাদেশ মানেই সমৃদ্ধি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমরা প্রমাণ করতে চাই বাংলাদেশ মানেই স্বাধীনতা, বাংলাদেশ মানেই সমৃদ্ধি, বাংলাদেশ মানেই হচ্ছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি নাগরিক সম্প্রদায়। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়াসহ পূর্ব এশিয়ার অর্জিত সমৃদ্ধির কাতারে দেখতে চাই। গতকাল সকালে স্থানীয় একটি হোটেলে 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ' 'দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে পূর্ব এশিয়া থেকে শিক্ষা' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশের জনগণেরও ক্ষমতা এবং শক্তি আছে নিজেদের অঞ্চলকে পূর্ব এশিয়ার মতো সমৃদ্ধশালী করে তোলার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো দেশের জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন করা, দারিদ্র দূর করা এবং সব মানুষের জন্যে সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও স্বাধীনতাপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ দ্বিধাহীনভাবে এবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার যে রায় দিয়েছে- সেই রায়ের ভিত্তিতে এবার আমাদের সুযোগ এসেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালার তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক এই কর্মশালার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পূর্ব এশিয়া হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক বিস্ময়- যা দূরদর্শী নীতিমালা এবং সমন্বিত জাতীয় প্রচেষ্টার কারণে সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যদিও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর থেকেই এই ধরনের অর্থনৈতিক বিস্ময় অর্জনের স্বপ্ন লালন করছি- কিন্তু পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যে সমৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অর্জন করেছে- সে পর্যায়ে পৌঁছতে আমাদের এখনও সময় লাগবে।

'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ'র নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডঃ রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া। বক্তব্য রাখেন- সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক মিকো নিশিমিজু, মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক কে এস জমো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সতর্ক মূল্যায়নে দেখা গেছে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া উভয়েরই রয়েছে বিশাল বাজার উভয়পক্ষ যদি নিজেদের মধ্যে বাজার খোলা রাখে তা হলে উভয়ের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সমৃদ্ধি অর্জনের অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে দেখা গেছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যে সেখানে একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা রয়েছে। আমাদের দেশে বিগত ২১ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, এখানে স্থিতিশীলতার ভিত্তি হচ্ছে আইনের শাসন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, শ্বেত সন্ত্রাস, কোটারী স্বার্থ ও মাসলম্যানশীপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতা ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অথবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়া স্বাধীনতা জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে না। একমাত্র, এবং একমাত্র যখন এই দু'টিরই সমন্বয় ঘটে তখনই কেবল জীবনযাত্রার প্রকৃত মানোন্নয়ন ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সফলতা অর্জনের জন্যে একটি পরিবাহী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমার সরকার দেশ পরিচালনায় বৃহত্তর ঐকমত্য ও আইনের শাসনের নীতিমালার ভিত্তিতে বহু আকাংখিত সেই রাজনৈতিক পরিবাহী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক বক্তব্যে প্রফেসর রেহমান সোবহান আন্তর্জাতিক এই কর্মশালার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, এখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পেশাজীবী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি ঘটেছে। তিনি

এরপর ২—এর পাতায়

পূর্ব এশিয়ার জন্যে শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি থেকে শিক্ষা নেয়ার এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সময়।

বিশেষ অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বলেন, আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের এবং সমতার ভিত্তিতে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে চাই। পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি বৃহত্তর ঐকমত্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে চাই। এ ঐকমত্য হবে কিছু নির্দিষ্ট ইস্যুতে। যেমন- অর্থনৈতিক নীতিমালা, শিক্ষা, শ্রমনীতি, বিদেশি বিনিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ, ওয়াহিদুল হক, এম সাইয়িদুজ্জামান, ডঃ ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ, আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ, ডেইলী স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, এফবিসিসিআই সভাপতি সালমান এফ রহমান প্রমুখ।